মেহেরপুরে বিল ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিরোধের জেরে খুন হয় রোকন ও হাসান

মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রোকনুজ্জামান ও হাসানুজ্জামান দুই চাচাতো ভাইকে হত্যা করা হয় বিল ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিরোধের জের ধরে। এই হত্যাকান্ড ঘটাতে ৮০ হাজার টাকা দিয়ে খুনি ভাড়া করা হয়। এই খুনের নির্দেশ দাতা হচ্ছে বর্তমানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কারাগারে আটক আসামী আব্দুল হামিদ। মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং এ একথা বলেন।
বুধবার সকালে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় পুলিশ সুপার মুরাদ আলী আরও বলেন, গত ১১ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১১-১২টার দিকে মেহেরপুর সদরের দরবেশপুর গ্রামের পূর্বপাড়া সাকিনস্থ আজিজুল হকের ধানক্ষেত থেকে ইদ্রিস আলী বিশ্বাসের ছেলে রোকনুজ্জামান ও আবুল কালাম আজাদের ছেলে হাসানুজ্জামান দ্বয়ের ক্ষত-বিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় পুলিশের নিরলস পরিশ্রমের পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২২ সেপ্টেম্বর রাত ২টার দিকে আব্দুল হাকিম, আব্দুস সালাম, তারাচাদ ফকির ও দরবেশপুর গ্রামের মামলত মন্ডল নামের চার আসামীকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদের মধ্যে আব্দুল হাকিম আদালতে স্বীকার করে যে, তার আপন বড় ভাই আব্দুল হামিদ(যাবজ্জীবন সাযা প্রাপ্ত আসামী) এর নির্দেশে হামিদের ছেলে মোক্তার হোসেন হত্যা ও শোলমারী বিলের অংশদারীত্ব হতে বাদ পড়া এবং স্থানীয় নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দলের প্রদিশোধ স্বরুপ উক্ত হামিদ জেলখানা হতে রোকন ও হাসানকে হত্যার জন্য তার ভাই হাকিমকে নির্দেশ দেয়। পরবর্তিতে হাকিমের নির্দেশনা মোতাবেক ঘটনার পূর্বে তার আপন ভাগ্নে ইসমাইল হোসেন বাক্কাকে নগদ ৮০ হাজার টাকা দিয়ে খুনি ভাড়া করে হত্যাকান্ডটি ঘটায়।
এই হত্যা মিশনে জড়িত সন্দিগ্ধ আসামী আবুল কালাম কালুকে ৮ অক্টোবর বারাদি বাজার থেকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসা বাদ করা হয়। এতে সে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।
তার স্বীকারোক্তিতে গত ১২ অক্টোবর রাত ৯টার দিকে গাংনী থানার

হাটবোয়ালীয়া রোড থেকে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে রনি আলী গ্রেফতার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যাকান্ডের সাথে জড়ত থাকার কথা স্বীকার করে ঘটনার বর্ননা দেয়। সে বলে, বাক্কা সহ অন্য আর একজন আসামী রোকনকে কোপাতে থাকে। পরবর্তিতে বাক্কা ও আরএকজন আসামী রোকনের পা চেপে ধরে। রনির স্বীকারোক্তিতে গত ১৪ অক্টোবর মুজিবনগর কেদারগঞ্জ থেকে ফরিদ নামের আরও একজন আসামীকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এর মধ্যে ইসমাইল হোসেন বাক্কা গত ৪ অক্টোবর অজ্ঞাগ সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হস একাধিক মামলা বিচারাধিন ছিল।
এসময় পুলিশ সুপার বলেন হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত অন্যান্য পলাতক আসামীদের গ্রেফতারের জোর অভিযান চলছে। তদন্ত স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

আরো ২ আসামি আটক, এ নিয়ে আটক হলো ৮ জন

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর গ্রামের যুব লীগ নেতা রোকন বিশ্বাস ও তার চাচাতো ভাই মাছ ব্যবসায়ী হাসান বিশ্বাস হত্যা মামলার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে নুরুজ্জামান এবং ফরিদ উদ্দিন নামের দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার আটক দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মেহেরপুর সদর থানার এসআই আহসান হাবিব সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ থেকে তাদের আটক করেন।
আটককৃতরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার শিবপুর গ্রামের নুরুজ্জামান এবং আলী নগর গ্রামের মহির উদ্দিনের ছেলে ফরিদ উদ্দিন। এ নিয়ে দরবেশপুর জোড়া খুন মামলায় ৮ জনকে আটক করা হলো। আটক ৮ জনের মধ্যে ৩ জন আদালতে স¦◌ীকারোক্তি মূলক জবানবন্দী দিয়েছেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আহসান জানান, আটকদের মধ্যে নুরুজ্জামান কুখ্যাত ডাকাত তার নামে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।
তিনি আরো বলেন, দরবেশপুর শোলমারি বিলে জোড়া খুন মামলার তদন্ত অনেক এগিয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত জোড়া খুনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৮ জনকে আটক করা হয়েছে। খুব শিঘ্রই পুলিশ সুপার মহোদয় এ মামলার সামগ্রিক অগ্রগতি নিয়ে প্রেস ব্রিফিং করবেন এবং মামলার তদন্ত প্রতিবেদন খুব দ্রুত আদালতে দাখিল করা হবে। প্রসঙ্গত, গত ১১ সেপ্টেম¦র রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর শোলমারি বিলে পাহারা দেওয়ার সময় একদল সন্ত্রাসী রোকন বিশ্বাস ও তার চাচাতো ভাই হাসান বিশ্বাসকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংস ভাবে হত্যা শেষে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছে তাদের লাশ উদ্ধার করে। পরদিন রোকন বিশ্বাসের স্ত্রী আলেয়া খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থনায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাত ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ দাফনও করতে দেইনি সাহিদুজ্জামান খোকনের বাবা

মেহেরপুর ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন রাজাকারের সন্তান বলে দাবি করেছেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন। সোমবার দুপুর ২ টায় তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন সাহিদুজ্জামান খোকনকে শুধু আমি একা রাজাকারের সন্তান বলছিনা বলছে বীরমুক্তিযোদ্ধা সহ গাংনী সকল শ্রেনী পেশার মানুষ। কারণ সাহিদুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে বীরমুক্তিযোদ্ধারা মানববন্ধন, ঝাড়– মিছিল ও শহীদ মিনারে অনশন করেছিলো। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামীলীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা

রাজাকার ও তার পরিবারের কোন সদস্য যেন আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে থাকতে না পারে এমন নির্দেশনা

বাস্তবায়নের লক্ষেই কুখ্যাত রাজাকার পুত্র দূর্নীতিবাজ সাহিদুজ্জামান খোকন সহ হাইব্রীড মুক্ত আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব চাই শিরোনাম ব্যানার টাঙ্গানো হয়েছিলো।
জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ব্যানার নামানোর সময় তিনি এ ব্যানারে সঠিক কথা লেখা আছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন। গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, তেরাইল গ্রামে ৫ জন বীরমুক্তিযোদ্ধা শহীদ হলেও তাদের লাশ দাফন করতে দেইনি সাহিদুজ্জামানে খোকনের বাবা আব্দুল গনী রাজাকার।

তার পরিচয় জনগনের সামনে তুলে ধরার কারনে তিনি আমার নামে মিথ্যাচার শুরু করেছেন। আমি ভ্যাট ট্র্যাক্স দিয়ে সরকারি বিধিমত ব্যবসা করি। আপনারা নিশ্চই জানেন যে সাহিদুজ্জামান খোকনের আগে কি ছিলো আর এমপি হওয়ার পর মাত্র ৯ মাসের মাথায় এত টাকার মালিক কি ভাবে হলো তদন্ত হলে সব বের হয়ে আসবে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আমার সাথে আছে তারা এম পি খোকনের সব ধরনের দুর্নীতির তদন্ত চাই।

আল-আমীন,গাংনী

মোশারফ হোসেনের দুর্নীতি করতে করতে দাঁতে আঠা বসে গেছে

মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহিদ্দুজ্জমান খোকন বলেছেন, দুর্নীতি করতে করতে যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেনের দাঁতে আঠা বসে গেছে, তাই সে নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে। উপজেলার সর্ব বৃহত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মত একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠানে মোশারফ হোসেন ১০ টি বছর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চুষে খেয়েছেন।

আমি কাউন্সিলের দ্বারা নির্বাচিত সভাপতি। কেউ দয়া করে, মায়া করে, আমাকে সভাপতি বানাইনি। এই আওয়ামীগের নেতাকর্মীরাই ভাল বেসে আমাকে দলীয় পদ দিয়েছেন। আগামী উপজেলা কাউন্সিলে তিনি সভাপতি প্রার্থী হিসেবে দায়িত্ব পেতে চান। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রকারিরা আছে আগামীতেও থাকবে। আজ যারা ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করতে চান, তারা কোনদিন আওয়ামীলীগের মঙ্গল চাইনি। মোশারফ ও মকবুল হোসেন ১৯৮৬ সালে আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নৌকার বিরুদ্ধে হরিণ মার্কায় ভোট করেছেন।

১৯৯৬ সালে নৌকার বিরুদ্ধে টেলিভিশন মার্কায় ভোট করেছেন। ২০১৪ সালে নৌকার বিরুদ্ধে ফুটবল মার্কায় ভোট করেছেন। যে মানুষের আওয়ামীলীগের প্রতি নুন্যতম ভালবাসা নাই, সে আওয়ামীলীগের মঙ্গল কি ভাবে চাইবে? দীর্ঘ প্রতিক্ষায় ৩২ বছর পর নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনা হয়েছে গাংনীতে। এই হিংসায় তারা জ্বলছ্ ◌েযেন আওয়ামীলীগ গাংনী থেকে ধ্বংস হয়ে যায়।

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু প্রমুখ। এ সময় ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

-আকতারুজ্জামান, গংনী

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ জনের দৌড়ঝাঁপ

দীর্ঘ ১৬ বছর পর আগামী ২৮ অক্টোবর মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছিল ২০০৩ সালের ৩০ জুন। তারপর ২০১৫ সালে হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক জটিলতার কারনে সে সম্মেলন বাতিল হয়ে যায়। বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষে প্রতিটি জায়গায় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠনের সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারই অংশ হিসেবে আগামী ২৮ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সম্মেলন।

হিসেবে সাদরে গ্রহণ করবে।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী নিশান সাবের বলেন, আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে যুবলীগ ও পরে আওয়ামীলীগের সাথে জড়িত। দীর্ঘ রাজনীতির বয়সে আমি সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। প্রতিটি মানুষের একটি উচ্চ আকাঙ্খা থাকে সে হিসেবে আমি আগামী শহর সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হয়েছি। আমি আশা করি সুন্দর পরিবেশে যোগ্য নেতৃত্ব উঠে আসবে।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মফিজুর রহমান বলেন, আমি মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার পরিবার আওয়মীলীগ, আমি আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত দীর্ঘদিন ধরে। প্রগতিশীল মানসিকতা সুস্থ্য ধারার রাজনীতির মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অবিচল আস্থা রেখে সংগঠনে কাজ করতে চাই। আমি মনে করি আগামী ২৮ অক্টোবর মেহেরপুর শহর সম্মেলনে আমাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দলীয় কর্মীরা মনোনিত করবে।

সধারণ সম্পাদক প্রার্থী অ্যাড. খ.ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল বলেন, আমি বাংলাদেশ আওয়ীলীগের সাথে জড়িত দীর্ঘদিন যাবত সেই সাথে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। ২০০৩ সালের ৩০ জুন সর্বশেষ শহর সম্মেলনে ইকবাল হোসেন বুলবুল ও আমি প্যানেলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু বর্তমান কমিটির সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ও সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী প্যানেলের কাছে পরাজিত হই। আমি স¦চ্ছ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগকে আরও শক্তিশালী সুসংগঠিত করতে সম্মেলন করা হচ্ছে। আমি আশা করি এই সম্মেলনে দলীয় কর্মীরা আমাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ভোট দিবে।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী সেলিম খান বলেন, আমি এরশাদ হঠাও আন্দোলন থেকে শুরু করে বিএনপির আমলে সাহসের সাথে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম। এখন সময় এসেছে ভালো কিছু করার। তাই আগামী শহর সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছি।

এছাড়াও মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। তবে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শহর আওয়ামীলীগের সম্মেলন নিয়ে বর্তমান সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর পর আবার মেহেরপুর শহর সম্মেলন

হতে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি এই কাউন্সিলের মাধ্যমে সঠিত নেতৃত্ব উঠে আসবে। এ সময় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সময় শহর আওয়ামীলীগের দায়িত্ব পালন করেছি। আগামীতে যদি আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে চাই তবে জেলা আওয়ামীলীগে সাংগঠনিক দায়িত্বে যাওয়ার চেষ্টা করবো।

মর্তুজা ফারুক রুপক

মকবুল হোসেন কখনও নৌকায় ভোট দেয়নি

সেদিনও মকবুল সাহেব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো। সেই নির্বাচনে আমি কারোর দয়ায় সভাপতি নির্বাচিত হইনি। ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের বাসভবনস্থ কার্যালয়ে নেতা কর্মীরা সাক্ষাত করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, আজকে যারা ষড়যন্ত্র করছে তারা নির্বাচনের সময়ও মিল্টনের টাকা খেয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তারা জীবনদ্দশায় কোন দিন নৌকা মার্কায় ভোট দেয়নি। সেই লোক গুলো আজ এক জায়গায় হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি ৮ মাস এমপি হয়েছি সরকার একটি মাত্র বরাদ্দ দিয়েছে তা হলো টিআর কাবিখা। সেই বরাদ্দ আমি মসজিদ মাদ্রাসায় দিয়েছি। সম্মান দেওয়ার মালিক আল্লাহ আমাকে সম্মান দিয়েছে। আমি অপকর্ম করলে আল্লাই আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবে। আমি সব সময় চেয়েছি গাংনীর মানুষ শান্তিতে থাক কিন্তু মোশাররফ খালেকের সাথে থেকে মকবুল হোসেনকে গালি দেয়। আবার মকবুলের কাছে থেকে খালেক সহ অন্য নেতাদের গালি দেয়।
কাউন্সিলকে বানচাঁল করতেই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মোশাররফ স্কুল কলেজে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে লুটপাট করে গাড়ী বাড়ি বানিয়েছে। তার অপকর্ম আড়াল করতে অপপ্রচার করা হচ্ছে। ৭৩ থেকে ১৮ সাল পর্যন্ত ঐ মকবুল হোসেনরা কোন দিন নৌকায় ভোট দেয়নি।

২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কোন দিন শেখ হাসিনার পক্ষে কাজ করেনি। নেতা কর্মীরা না চাইলে সভাপতি প্রার্থী হবোনা। আর নেতা কর্মীরা চাইলে আগামি ২৭ তারিখে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।
এ সময় গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম, বামুন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা মকলেচুর রহমান মুকুল, পৌর কাউন্সিলর নবীর উদ্দীন, পৌর কাউন্সিলর আছের উদ্দীন, বামুন্দী ইউপি আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবাইদুর রহমান কমল, সেচ্ছা সেবকলীগের আহবায়ক আবুল বাশার, জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল সহ আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

-আল-আমীন,গাংনী

জীবননগরে বিএনপি নেতার বাড়ি থেকে ১৩ জন জুয়ারি আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপি নেতার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আন্তজেলা জুয়ারি চক্রের ১৩ জুয়ারিকে আটক করেছে পুলিশ।
শনিবার ভোররাতে উপজেলার রঘুনন্দপুর গ্রামের বিএনপি নেতা মুন্সি আবুল কাশেমের বাড়ি থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। উদ্ধার করা হয়েছে জুয়ার নগদ ৪০ হাজার টাকা, তিনটি মোটরসাইকেল ও জুয়া খেলার নানা সরঞ্জাম।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- জীবননগর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের ব্রীজ পাড়ার আব্দল হালিম (৩৫), ইছাহক আলী (৩৪), আলামিন (৩৫), জামাল হোসেন (৩২), বাজার পাড়ার মুরাদ হোসেন (৪২), ওলিয়ার রহমান (৪০), নারায়রপুর গ্রামের লিটন (৩২),সোহাগ (২৮), জাহিদ (৩৮), দৌলৎগঞ্জ গ্রামের মানিক (৩০), প্রতাবপুর গ্রামের আলফাজ (৪০), পুরাতন লক্ষীপুর গ্রামের আ: মান্নান (৪২) ও মহানগর উত্তর পাড়ার মিল্টন ড্রাইভার।
চুয়াডাঙ্গার সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি, দামুড়হুদা ও জীবননগর সার্কেল) আবু রাসেল অভিযানের সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন,

বাঁকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমের বাড়ির গরুর গোয়াল ঘর থেকে ওই ১৩ জুয়ারিকে আটক করা হয়েছে। তবে মূল হোতা বিএনপি নেতা মুন্সি আবুল কাশেমকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তাকে আটকের প্রক্রিয়া চলছে।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর থানা পুলিশের বেশ কয়েকটি দল শুক্রবার রাতে অভিযান চালায় উপজেলার রঘুনন্দপুর গ্রামে। এ সময় ওই গ্রামের বিএনপি নেতা মুন্সি আবুল কাশেমের বাড়ির গোয়াল ঘরে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয় ১৩ জুয়ারিকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় নগদ ৪০ হাজার টাকা, ৩টি মটর সাইকেল ও জুয়া খেলার নানান সরঞ্জাম। সকালে এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে আটককৃত ১৩ জুয়ারিকে আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে বলেও জানান জীবননগর থানা পুলিশ।

জীবননগর প্রতিনিধি:

জীবননগরে ড্রাগন ও মাল্টা চাষে ঝুঁকে পড়েছে কৃষকরা

জীবননগরে ড্রাগন ও মাল্টা চাষে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করছেন কৃষকরা। দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলের ছোট্ট একটি জেলা চুয়াডাঙ্গা। এ জেলাটি ফলের জেলা হিসাবেই পরিচিত চুয়াডাঙ্গা জেলার ছোট একটি উপজেলা জীবননগর এটি একেবারে সীমান্ত ঘেষা। জীবননগর শহর থেকে মাত্র ৪-৫ কিলোমিটার দুরে ভারতীয় সীমানা।
এ উপজেলার বেশির ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ধান, মুগ চাষের পাশাপাশি বর্তমান এ উপজেলার কৃষকরা বিদেশী ফল ড্রাগন ও মাল্টা চাষে বেশী উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন । তাছাড়া ড্রাগন ফল ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হওয়ায় এ চাষে আরও বেশী ঝুকে পড়েছেন কৃষকরা ।
ড্রাগন ফল চাষী উপজেলার কেডিকে ইউনিয়নের কাশিপুর মাঠ পাড়ার শাওন বলেন ড্রাগন ফল চাষে প্রথম দিকে খরচ বেশি হলেও এটি একটি লাভজনক চাষ । ড্রাগন গাছটি বিদেশী তাই সচার আচার এ গাছটি পাওয়া যায় না ।

তাছাড়া ড্রাগন গাছ দেখতে অনেকটা সাপের মত যার ফলে এ চাষটি দেখতে জীবননগর উপজেলা সহ বেশ কয়েকটি জেলার লোকজন জমিতে আসে এবং এ চাষটি করার জন্য অনেক কৃষক ইচ্ছা প্রকাশ করছেন ।
একই কথা বলেন উপজেলার বাঁকা গ্রামের মাল্টা চাষী জাহিদ বাবু, তিনি বলেন আমি শুরুতে পেয়ারার চাষ শুরু করি এবার নতুন করে অল্প পরিসর জমিতে মাল্টা চাষ শুরু করেছি ।
তবে কৃষি বিভাগ যদি একটু সহযোগিতা করত তা হলে এ চাষটিতে একদিকে যেমন লাভবান হওয়া যেত তেমনি দেশের অনেক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত ।
জীবননগর উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোর্শেদ আলী বলেন ড্রাগন ও মাল্টা চাষটি এ উপজেলায় একেবারে নতুন চাষ হচ্ছে তবে বর্তমানে এ চাষের দিকে কৃষকরা অনেক উৎসাহিত বলে ধারনা করা হচ্ছে। তবে আশা করা যায় এ চাষটি এ উপজেলাতে যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে একদিন এ চাষগুলো জীবননগর উপজেলা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বে।

জীবননগর প্রতিনিধি:

আলমডাঙ্গায় কৃষকের ঘর ভাংচুর, হুমকি

আলমডাঙ্গার জোড়গাছা গ্রামের দরিদ্র কৃষক জিন্নাত আলীর টিনের একটি ঘর ভেঙে তান্ডব চালিয়েছে এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালি। ঘরে থাকা কৃষি পণ্য লুটপাট ও তছনছ করা হয়েছে। ঘরের টিন ফেলে রাখা হয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বর্তমানে বিভিন্নভাবে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। প্রভাবশালিদের ভয়ে এলাকার মানুষ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

জানা গেছে, গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে জিন্নাত আলী কৃষিকাজ করেন। বাড়ির পাশে একটি টিনের ঘরে কৃষিপণ্য ও সরঞ্জাম রাখেন। গ্রামের মোজাহার মন্ডলের ছেলে গোলবার হোসেন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সম্প্রতি এক রাতে জিন্নাত আলীর কৃষিপণ্য রাখার টিনের ঘরটি ভেঙে দেয়। ঘর ভেঙেই নিশ্চুপ থাকেনি গোলবার। জিন্নাত

আলীকে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। ভয়ে জিন্নাত আলী তার ঘর নতুন করে মেরামতও করতে পারছেন না।
জিন্নাত আলী জানান, গ্রামের গোলবার হোসেনের নির্দেশে তার সাঙ্গপাঙ্গ একই গ্রামের ইজাজুল, আজিজুল, ফিরু, হেবা, মিনারুল, ইকরামুল, চায়না, নাজমুল, মিরাজুল, লন্ডন, লালমিয়া, দুলাল ও নূরনাহার তার ভেঙে দেয়।

ঘটনার বিষয়ে ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের দায়িত্বরত ইনচার্জ এএসআই রাজু আহমেদ বলেন, ঘটনা শোনার পর তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে দুপক্ষকে নিয়ে মিমাংসা করা যায় কিনা সেটাও চেস্টা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি:

দরবেশপুর জোড়া খুন মামলায় দুইজনের স্বীকারোক্তি

মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রোকন বিশ্বাস ও হাসান বিশ্বাস খুন মামলায় ৫ জনকে আটক করে কারাগারে পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে আব্দুল হাকিম ও কালু নামের দুই আসামী আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। বাকি আসামীরা হলেন আব্দুস সালাম,তারাচাঁদ ফকির, মামলত হোসেন স্বীকারোক্তি না দিলেও কারাগারে আটক আছে।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই আহসান হাবিব জানান, আমরা এ পর্যন্ত পাঁচ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি। হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বিকার করেছে দুইজন। আসামিরা সকলেই জেল হাজতে রয়েছে। আমরা আশা করছি দরবেশপুর জোড়া খুনের মামলার সম্পূর্ন তথ্য অতি দ্রুত পুলিশ সুপার মহোদয় প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে জনগনের সামনে তুলে ধরবেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে দরবেশপুর গ্রামের শোলমারী বিলে মাছ পাহারা দেওয়ার সময় যুবলীগ নেতা রোকনুজ্জামান

বিশ্বাস ও তার চাচাতো ভাই হাসান বিশ্বাস নামের দুই জনকে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় পর দিন মেহেরপুর সদর থানায় রোকনুজ্জামানের স্ত্রী আলেয়া খাতুন বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: